প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের সারাৎসার
আশালতা সিংহের জীবন ও সাহিত্য

ভূমিকা ঃ

বিখ্যাত প্রাবন্ধিক অনিন্দিতা দেবী একদা 'নারী প্রতিভা' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন — শিল্প সাধনায় মেয়েরা যেটুকু মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায় তা দুঃখ, যন্ত্রণা, শূন্যতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য নিতান্তই প্রাণের দায়ে। 'প্রেমে পড়া' গল্পের নায়িকা অলকানন্দাও বলেছিল — মেয়েরা কখনো তাদের জীবন এত সুন্দর হয়েছে যে, সে সৌন্দর্যকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনের ব্যয়ে নিঃশেষিত করে দিতে পারবে না বলেই লিখছে , এ পারে না, তারা লেখে। এর কারণ তাদের জীবনের ভয়ঙ্কর শূন্যতার বোধ থেকেই তারা লেখা লেখি করে। শুধুমাত্র জীবনী শক্তির বা মননশক্তির দুর্বার প্রাচুর্যের জন্য কোন কাজ মেয়েরা করে না।.জীবন যাদের ব্যর্থ, জীবন যাদের শূন্য, তারাই এসব করে। কথাগুলি শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা ছোটগল্প 'প্রেমে পড়া' গল্পের নায়িকা অলকানন্দার কথা।

গল্পের নায়িকা অলকানন্দার কথা হলেও অনুমান করা যায় গল্পের চরিত্রের মুখে হয়তো মিশে আছে গল্পকারের মানসিকতা তথা গল্পকারের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, নিজের কথাও। মাত্র ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই আশালতা জীবনকে একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। আশালতা মনে করতেন পুরুষকে ইন্সপিরেশনের বড়ি যোগানো মেয়েদের কাজ নয়; আশলতা তার 'নারী ' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাই লিখেছিলেন — কিন্তু শুধু মাত্র নারীলাবণ্য নয়। স্ত্রীলোকেও পুরুষের কাছে এই একই জিনিস দাবি করতে পারে। পরস্পরের কাছে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম এবং চেষ্টা করেও নিজেকে মধুর করে প্রকাশ করবার কামনা এইটেই পুরুষের ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করে এবং উদ্বোধিত করে এবং নারীকেও বিশেষ তৃপ্তি দেয়।

আশালতা সর্বদা জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং নতুন মূল্য দিয়ে তাকে গ্রহণ করতেও চেয়েছেন। এমন মানসিকতার লেখিকা আশালতা সিংহ আজ বিস্মৃত প্রায়, তাঁকে নিয়ে চর্চা নেহাতই সিমীত। তাঁকে নিয়ে একটিমাত্র গবেষণা কর্মের কথা আমাদের জানা আছে। আমাদের সৌভাগ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র যেসব হারিয়ে যাওয়া লেখিকাদের লেখালিখি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম লেখিকা আশালতা

সিংহ। সিমন দ্য বোভেয়ারের 'The Second Sex' (১৯৪৯) প্রকাশিত হবার বহুপূর্বে ১৯২৭ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে আশালতা সিংহ 'অমিতার প্রেম' এর মতো স্পর্ধিত এক উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্য জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। সেই আশালতা সিংহের জীবন ও সাহিত্য' — আমার গবেষণার বিষয়।

প্রস্তাবিত বিষয়ে এযাবৎ গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্ত রূপ রেখা (A brief Overview of literacy work already done in the area of the proposal) :

কল্লোল-যুগের অন্যতম শক্তিশালী লেখিকা আশালতা সিংহ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র আশালতা সিংহের ছোটগল্পের সংকলন দু'খন্ডে প্রকাশ করেছে। এবার অনেকেই হয়তো আশালতা সিংহকে নিয়ে গবেষণা করার কথা ভাববেন এটা আমার মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়েছিল তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য এই ধরণের কাজে বেশি কেউ হয়তো অগ্রসর হবেন না। দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক। আমার জানা আশালতা সিংহকে নিয়ে আমার আগে কাজ শেষ করেছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শম্পা সিন্‌হা। শম্পা সিন্‌হা আশালতা সিংহের ওপর একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন আশাদীপ প্রকাশনা সংস্থা থেকে। বইটির নাম — 'আশালতা সিংহের সৃষ্টিলোক আত্মদর্শনের বিচিত্র শিল্পরূপ'।

এছাড়া 'আশালতা সিংহ বিশেষ সংখ্যা' জুলাই-আগস্ট ২০১০ সালে প্রকাশ করেছিল একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা 'আজকের যোধন'।

গবেষণা প্রকল্পের রূপরেখা (Research Questions or Hypothesis) :

মেয়েদের লেখাপড়া এবং মেয়েদের লেখা নিয়ে কিছু করবার একটা আগ্রহ খুব ছোট থেকেই আমি অনুভব করি। শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ে সাম্মানিক বাংলা নয়ে পড়বার সময় ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল সুচিত্রা ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, নবনীতা দেবসেন, তসলিমা নাসরিন প্রভৃতির লেখা। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন যখন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম মেয়েদের লেখা নিয়ে কিছু কাজকর্ম করব তখনই পুরোনো দেশ পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে শ্রী তপোব্রত ঘোষের লেখা আশালতা সিংহের উপর একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে। আশালতা সিংহের প্রতি একটা কৌতূহল অনুভব করি। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র আশালতা সিংহের গল্প সংকলন প্রথম খন্ড বের করলে মনস্থির করে ফেলি — শ্রীমতী

আশালতা সিংহকে নিয়েই আমি গবেষণা করব।

আশালতা সিংহের জন্ম ১৯১১ সালের ১৫ই জুলাই, তাঁর পিতৃগৃহ ভাগলপুরের খঞ্জরপুরে। তাঁর পিতামহ ভাগলপুরের খ্যাতনামা চন্দ্রশেখর সরকার। এই আশালতা অত্যন্ত প্রগতিশীল মানসিকতার ছিলেন। অন্তত তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের সম্বন্ধে জেনে সেকথাই আমার মনে হয়েছে। তাঁর শ্বশুরবাড়িতে সন্ন্যাস নেবার রেওয়াজ ছিল ঠিকই কিন্তু যিনি নিজে নিজের মতো বাঁচার স্বপ্ন দেখতেন তিনি শ্বশুরবাড়ির এই রীতিটিকে আত্তীকরণ করবেন — এটা মানতে একটু অসুবিধা হয়।

ভাগলপুরে মোক্ষদা গার্লস স্কুলে পড়াশুনার সময়ে গভীর মনোযোগের সাথে ইংরেজী সাহিত্য পড়েছিলেন আশালতা। মাত্র সাড়ে তেরো বছর বয়সে আশালতার বিয়ে হয় বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রামের সুপ্রাচীন জমিদার বংশের শ্রী অবিনাশ চন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে। আশালতার স্বামী তখন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

বিবাহোত্তর জীবনে আশালতা স্কুলে পড়তে না গেলেও পিতার ব্যবস্থাপনায় বাড়িতেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। তেজ নারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁর গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আশালতা জানিয়েছেন — মাত্র দশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি প্রায় কুড়ি বাইশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আশালতা সন্ন্যাস নেবার পর অধ্যাত্মবিষয়ক বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন, সেসবের আলোচনা আমরা যাব না।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের নাম— আশালতা সিংহের জীবন ও সাহিত্য। আলোচনার সুবিধার জন্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। ভাগগুলো এই রকম —

প্রথম অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহ ও তাঁর সমকাল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের উপন্যাস।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের গল্প।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের প্রবন্ধ নিবন্ধ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের অন্যান্য গদ্য রচনা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মূল্যায়ন

প্রথম অধ্যায় — আশালতা সিংহ ও তাঁর সমকাল ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি — আশালতা জন্মগ্রহণ করেন বিহারের ভাগলপুরে। আশালতা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময় ভাগলপুর বঙ্গসংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ভট্ট, নিরূপমা দেবী প্রভৃতি সাহিত্যিকদের বহু সাহিত্যকর্ম এই ভাগলপুরেই সৃজন হয়েছিল।

আর সময়কালের দিক দিয়ে আশালতা সিংহের চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় ছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। জ্যোতির্ময়ী দেবী আশালতার চেয়ে বয়সে অনেকটা বড় হলেও আশালতার সমসময়ে তিনিও সাহিত্যচর্চা করেছিলেন।

এই সমস্ত লেখিকাদের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে লেখিকা আশালতা সিংহের অবস্থানটি স্পষ্ট করে তোলাই এই অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় — আশালতা সিংহের উপন্যাস ঃ

আশালতা সিংহের উপন্যাসগুলি হল — 'অমিতার প্রেম', 'দুই নারী', 'মানসী', 'অষ্টমী', 'বিয়ের পরে', 'পরিবর্তন', 'মুক্তি', 'নূতন অধ্যায়', 'ভুলের ফসল', 'জীবনধারা', 'স্বয়ম্বরা', 'সমর্পণ', 'কলেজের মেয়ে', 'একাকী', 'আবির্ভাব', 'সহরের মোহ', 'ক্রন্দসী', 'বাস্তব ও কল্পনা', 'কাঞ্চন দিঘির মেয়ে'।

এই উপন্যাসগুলি আলোচনায় আমরা এগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে চাই। যথা —

১) নাগরিক জীবনের ছাপ রয়েছে এমন উপন্যাস সমূহ।

২) পল্লী জীবনের ছাপ রয়েছে এমন কিছু উপন্যাস।

তৃতীয় অধ্যায় — আশালতা সিংহের গল্পসমূহ ঃ

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত আশালতা সিংহের গল্প সংখ্যা একশো পাঁচ। গ্রন্থিত গল্প সমূহ হল 'অভিমান', 'অন্তর্যামী', 'লগন বয়ে যায়', মধুচন্দ্রিকা প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ। 'অভিমান' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি হল 'অভিমান', 'নিরুপম', 'স্বাধীনতা ও সম্মান', 'অন্তর্দ্ধান', 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল', 'স্পেশালইজেশান', 'পরাজয়' ।

'অন্তর্যামী' গল্পগ্রন্থের অর্ন্তগত গল্পগুলি হল — 'অন্তর্যামী' , 'প্রেমে পড়া', 'অপমান','পরিবর্তন', 'রমা'

'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি হল — 'লগন বয়ে যায়', 'জানালা','বেদনার বিভিন্নতা', 'বাণীর নেশা', 'পূর্ব্বাপর', 'সংকল্প', 'কাসুন্দি', 'এপিঠ ওপিঠ', 'নবযুগ', 'ত্যাগ', 'কাব্যমন্ডল', 'স্বপ্ন দেখা', 'প্রশ্নপত্র', 'স্বপ্নের অর্থ', 'বদলে', 'বিয়ের পরে', 'পূর্বরাগ', নীর ও ক্ষীর', 'রূপান্তর'।

'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি হল — 'মধুচন্দ্রিকা', 'বিরহ ও মিলন', 'বুদ্‌বুদ্', 'চিরন্তন ভ্রান্তি', 'কনে দেখা', 'বাঁশীর সুর', 'পাশের ঘর', 'ননীদি', 'বিনা পণের মর্যাদা', 'তৃষ্ণা', 'চির নবীন', 'সাধনার ফল', 'মৃত্যুর আলো' 'স্বরূপ', 'নতুন-প্রথা', 'বান্ধবী', 'মা', নারীর মূল্য, 'প্রতিক্রিয়া'।

অগ্রন্থিত গল্পের নাম — 'মনস্তত্ত্ব', প্রেম ও রেডিও', 'বন্যা', 'সফলতা', 'বিনিময়', 'সুরের মায়া', 'বিসর্জন', 'নবজীবন', 'ক্ষণকাল', 'কালো মেয়ে', 'ব্যবধান', 'মেয়েমানুষ', 'পটপরিবর্তন', 'রান্নাঘর', মোটর কেনা', 'গরীবের অভিমান', 'যাত্রা', 'উৎসর্গ', 'যুগ-লক্ষ্মী', 'দাবী', 'মামার কান্ড', 'রজনীগন্ধা', 'মাটির দান', 'বড় বৌ', 'বিস্মৃতি', 'উমার তপস্যা', 'রহস্যভেদ', 'সমর্পণ', 'আবির্ভাব', 'আশঙ্কা', 'দেশের কাজ', 'নতুন রেশ', 'তরুণ প্রতিবেশী', 'সুখবাদ', 'পত্র-পরিচিতা', 'ভালো-লাগা', 'সুরমার সংযম', 'নারী-চরিত্র', 'মঞ্জুরীর বেহায়াপনা', 'ছেঁড়া মোজা', 'সেলায়ের কল', 'প্রভাতের অশ্রুজল', 'একটি প্রশ্ন', 'প্রিয়ার ঘর', 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম', 'অপক্ষপাতী কৌতূহল', 'প্রেমের রূপ', 'গবেষণা', 'বিরহ', 'পছন্দের জের', 'ওদের বিবেক বুদ্ধি', 'ছ'বছর পরে', 'সময় হয়েছে, 'গড়মিল'।

এছাড়া ‘রহস্যভেদ’ নামে গোয়েন্দা গল্পও তিনি রচনা করেছিলেন।

অরক্ষণীয়া কন্যাদের জীবন যন্ত্রণা নিয়ে একদিকে তাঁর কিছু গল্প যেমন রয়েছে, তেমনি পুরুষ সমাজে নারীর পরিচয় যে শুধু মানুষ নয় নির্বিশেষে মেয়েমানুষ অথচ অনেক মেয়েই যে মানুষ হয়ে ওঠার সুপ্ত বাসনায় ডুকরে কাঁদে তা আশালতা সিংহের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে সচেতন পাঠকের বুঝতে তা অসুবিধা হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় — আশালতা সিংহের প্রবন্ধ-নিবন্ধ ঃ

লেখিকা আশালতা সিংহ বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি হল ঃ—

‘নারী’ (তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত)

‘শরৎচন্দ্র ও গলসওয়ার্দি’

‘শ্রী বুদ্ধদেব বসু ও বাস্তবতা’

‘সাহিত্যে অবহেলা’

‘সমী ও দীপ্তি’ (প্রবন্ধ গ্রন্থ)

সমী ও দীপ্তি প্রবন্ধ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পঞ্চভূত’ প্রবন্ধগ্রন্থের সাদৃশ্যে লেখিকা রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগ্রন্থে মোট সাতখানা প্রবন্ধ রয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বের হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি আলোচনা করে আশালতা সিংহের সাহিত্য সম্বন্ধে একটা নতুন মাত্রা সংযোজন করাই এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ।

পঞ্চম অধ্যায় — আশালতা সিংহের অন্যান্য গদ্য রচনা ঃ

গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ছাড়া আশালতা সিংহ একটি নাটকের বই লেখেন যার নাম 'সুরের উৎস'।

আশালতা সিংহকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, প্রতিভা বসু অনেকেই পত্র দিয়েছেন। আশালতাও এঁদের পত্র দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশালতার পত্র বিনিময়ের নিদর্শন পাই পৌষ ১৩৯৪তে 'রবীন্দ্রবীক্ষা'-তে প্রকাশিত পত্রাবলী থেকে।

নাট্যগ্রন্থের আলোচনা এবং এই সমস্ত পত্রাবলীর বিশ্লেষণী পাঠে উঠে আসবে আশালতার সাহিত্য চর্চার নতুন নতুন দিক, তার শিল্পরূপ।

৬) মূল্যায়ন ঃ দেশের দুর্দিনে, বিশ্বের বিপদে, মানবতার আহ্বানে আশালতা সিংহের সৃষ্ট সাহিত্য মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, সমাজবদ্ধ মানুষের পার্থিব প্রয়োজন বদ্ধ ঘরে কাটে না, আকাশের মুক্তিও চায় সে।

নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তিপূর্ণ লেখা, সমাজ সচেতনতা, ঐতিহাসিক বোধ, চরিত্র গঠনের শৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে আশালতা যে একসময় নারী চেতনাবাদী সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন — এটা বললে বোধ হয় খুব ভুল বলা হবে না।

গ্রন্থঋণ ঃ

১) আশালতা সিংহ রচনাবলী - বিহার বাঙলা আকাডেমি
২) আশালতা সিংহ 'জীবনধারা' - ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস।
৩) আশালতা সিংহ 'সহরের মোহ' - ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস।
৪) আশালতা সিংহ - 'আবির্ভাব' - ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস,
৬) আশালতা সিংহ 'স্বয়ম্বরা' — গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।
৭) আশালতা সিংহের গল্প সংকলন —(১ম ও ২য় খন্ড) - আভিজিত সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং

৮) ‘মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা’ — ‘কাহাকে’ থেকে ‘সুবর্ণলতা’ — সুদক্ষিণা ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং।
৯) মেয়েদের ভাবনা মূলক গদ্য - সুতপা ভট্টাচার্য
১০) ‘তিসিডোর’ - কেতকী কুশারী ডাইসন - আনন্দ পাবলিশার্স
১১) গল্পগুচ্ছ (সমগ্র) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - পুনশ্চ।

তাং : ০৫.০৫.২০১৫ ----------

(গবেষকের স্বাক্ষর)